দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 JUN 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ

নির্মাণকাজে অনিয়ম ১৩ দফা অভিযোগ

॥ হকিকত জাহান হকি ॥

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণকাজে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির এক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি সম্প্রতি ১৫টি জেলার ১শ'টি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা সরেজমিন পরিদর্শন করে ১৩ দফা অভিযোগসহ রিপোর্ট পেশ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজের গুণগত মান, নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য এ কমিটি গঠন করা হয়। একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে এ তদন্ত কমিটি সরেজমিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণকাজ, দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং নির্দিষ্ট কাজে অর্থ ব্যবহারে নানা অনিয়মের তথ্য পেয়েছে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণকাজ ও আর্থিক অনিয়মের কথা জেনে প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার পরই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অনিয়ম ও অভিযোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণে স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তা থেকে তুলনামূলক নিচু জমিতে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এসব ভবনের পাশে খাড়া ঢাল ডোবা-পুকুর আছে।

মাটির ঢাল, স্তর ও ধারণক্ষমতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই সকল স্থানে একই রকম ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাটির স্তর থেকে ৩ ফুট গভীরে পর্যন্ত ভিত্তি স্থাপন করা হয়নি এবং এ স্তর থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে আরসিসি ঢালাইয়ের মাপ গভীরতা সিডিউল অনুযায়ী হয়নি। অনেক ভবনের বারান্দা ও মেঝে দেয়ালের ধার থেকে ফেটে নিচের দিকে বসে গেছে এবং এর সাথে চিকন ফাটল দেখা দিয়েছে। ভিত্তি স্থাপন করার সময় বালির পরিবর্তে মাটি ব্যবহার করার কারণে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোন কোন মেঝের সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাইয়ের পুরুত্ব সিডিউল অনুযায়ী হয়নি। বেশিরভাগ ফ্লোরেই সিমেন্ট কংক্রিটের নিচে পলিথিন লেয়ার ও ইটের ফ্ল্যাট সোলিং দেয়া হয়নি। বিম ও ছাদের ঢালাইয়ে ব্যবহৃত কংক্রিটের মিশ্রণ গুণগত মানসম্পন্ন না হওয়ায় এসবের বিভিন্ন স্থানে চিকন ফাটল দেখা দিয়েছে। কোন কোন স্থানের এ ফাটল ঝুঁকিপূর্ণ।

ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন, নির্মাণ ও নিম্নমানের রড ও ঢালাইয়ের মিশ্রণ ব্যবহারের ফলে এ ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। কোন কোন ভবনের ছাদে উঁচু-নিচু স্থান লক্ষ্য করা গেছে। এতে ছাদের নিচু স্থানে পানি জমে থাকে। দেয়াল, বিম ও সিলিংয়ে নিম্নমানের সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। সিমেন্ট ও বালির মিশ্রণে বালির ব্যবহার বেশি হয়েছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সিডিউল অনুযায়ী কাঁচামালের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব ভবন আজ ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র সিডিউল অনুযায়ী উন্নতমানের হয়নি।

OF —— SHEETS